27/6/2007

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

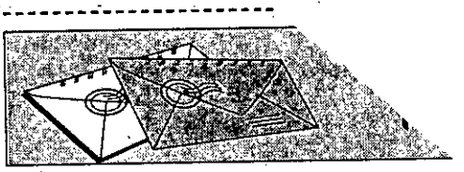

বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা কেন?

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা বর্তমানে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মাসের পর মাস তাদের বেতন বকেয়া পড়ে থাকে। সরকার যায়, আসে তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর যে বেতন পায় তাতে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাদের সমস্যার অন্ত নেই। একজন পিয়ন যেখানে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা বাবদ ২৫০ টাকা পায় সেখানে অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষকসহ সব শিক্ষক-কর্মচারী একই টাকা পায়। তাদের এই ন্যূনতম বেতনটাও সরকার নিয়মিত প্রদানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে দারুণ আর্থিক কষ্টে কাটাতে হচ্ছে। সরকারি স্কুল, কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা যেখানে মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বেতন পাচ্ছে, সেখানে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ১ মাস পরে বেতন দেয়া হয়। কখনও ২/৩ মাস পরেও তাদের বেতন দেয়া হয় না। সরকার তাদের বেতন নিয়ে তামাশা করছেন। গত মে মাসের বেতন অনেক দেন-দরবারের পর জুলাই মাসের ২২ তারিখের মধ্যে সরকার দেবার ঘোষণা প্রদান করলে ব্যাংকের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে ২৫ তারিখ পার হয়ে যায়। জুন, জুলাই মাসের বেতন আবার কবে নাগাদ পাবে সেটা তারা জানেন না। কর্তাদের করুণার ওপর শিক্ষকদের আজ নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। তাদের যখন মন চায় তখন বেতন দিচ্ছেন। কিন্তু তারা কি খবর নিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন কেমন করে কাটছে? কিভাবে তাদের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে? নিত্যদিনের বাজার খরচ, অসুস্থতা কোন কিছুই টাকা ছাড়া চলে না। আর কতদিন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অনিশ্চয়তায় থাকতে হবে? তারা কেন নিয়মিত বেতন পাবে না? প্রতি ঈদে সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বোনাস প্রদান করলেও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা এই বোনাস থেকে বঞ্চিত। ঈদের আনন্দ তাদের ঘরে পৌছে না। চাকরি শেষে খালি হাতে তাদের বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। বাকি জীবনে তাদের কোন নিশ্চয়তা নেই।

হাজারও প্রশ্নের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষক-কর্মচারীকে জীবনের কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। শিক্ষকরা পেটে ক্ষুধা নিয়ে মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত। কিন্তু ক্ষুধারও একটা শেষ আছে। তাদের এই ক্ষুধার জ্বালার কথা সরকারের সংশিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের কানে পৌছে না। পেটে ক্ষুধা নিয়েই তারা ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছেন।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি সরকারের এই বিমাতাসুলভ আচরণ জাতির জন্য লজ্জার বিষয়। অথচ এই কাজটি সরকার অবলীলায় করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের ন্যূনতম অপরাধবোধ নেই। আর কতদিন সরকারের দয়ার ওপর তাদের থাকতে হবে? বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা খরচ করতে সরকারের ফান্ড শেষ হয় না। একমাত্র বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন প্রদান করতে গিয়ে তাদের ফান্ড খালি হয়ে যায়?

বর্তমানে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে এদেশের লাখ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর আবেদন, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা যাতে নিয়মিত বেতন পায় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

আহমেদ জোবায়ের
কাদবা, বড়স্বাঙ্গিশ্বর
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।